দৈনিক সংবাদ

042—A

১৭ ৷ আষাঢ় ১৩৯৪

পাসের হার: ঢাকা ৫৬·৬৩%, যশোর ৫৬·৪৪%, রাজশাহী ৬১·৬৮% ও কুমিল্লা ৬৫·১৮%

৪টি বোর্ডের এস এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ৮৭ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল গতকাল বুধবার প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ৫৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ঢাকা, যশোর, রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডে সর্বমোট ৩ লাখ ৬০ হাজার ৫শ ২জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে ২ লাখ ১৫ হাজার ৬শ ৯জন উত্তীর্ণ হয়। অর্থাৎ ৫৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ পাস করেছে। কিন্তু শিক্ষা বোর্ডের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাসের হার ৫৯ দশমিক ৮১ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণদের মধ্যে ৩৫ হাজার ৮শ ৬২ জন প্রথম বিভাগে, দ্বিতীয় বিভাগে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬শ ৩৯ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৩৪ হাজার ২শ ৮৮ জন উত্তীর্ণ হয়।

ঢাকা বোর্ডে পাসের হার শতকরা ৫৬ দশমিক ৬৩, যশোর বোর্ডে ৫৬ দশমিক ৪৪, রাজশাহীতে ৬১ দশমিক ৬৮ ও কুমিল্লা বোর্ডে ৬৫ দশমিক ১৮।

ঢাকা বোর্ড

ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ১১ হাজার ৩শ ২৪ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ৬৩ হাজার ৪৬জন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় ১০ হাজার ১শ ৮০ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৩ হাজার ২শ ৩৭ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৯ হাজার ৬শ ২৯ জন। ঢাকা বোর্ডে মহিলাদের পাসের হার ৫৫ দশমিক ৯১ ভাগ।

যশোর বোর্ড

যশোর বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৭৮ হাজার ৭শ ৬৩ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ৪৪ হাজার ৪শ ৬০ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৮ হাজার ৯১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২৯ হাজার ৯শ ৯ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৬ হাজার ৪শ ৬০ জন। যশোর বোর্ডে মহিলাদের পাসের হার ৫৫ দশমিক ৫৩ ভাগ।

যশোর বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৭৪ দশমিক ৭৮ ভাগ ও কলা বিভাগে ৩৪ দশমিক ৯১ ভাগ।

রাজশাহী বোর্ড

রাজশাহী বোর্ডে পরীক্ষায় সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৮৫ হাজার ২শ ১০ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ৫২ হাজার ৫শ ৬১ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৮ হাজার ৬শ ২ জন, দ্বিতীয়

(শেষ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

ঢাকা বোর্ডের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের কয়েকজন: প্রথম থেকে যথাক্রমে আরিফ আহমাদ (মেধা তালিকায় প্রথম), সাইফ আবদুল্লাহ হারুন (দ্বিতীয়), শামীমুর রহমান (যুগ্মভাবে তৃতীয়), সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ (যুগ্মভাবে তৃতীয়)। —সংবাদ

সম্মিলিত মেধা তালিকা

ঢাকা বোর্ড

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বুধবার প্রকাশিত ঢাকা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ২০টি স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা নিম্নরূপ:

প্রথম, মির্জাপুর *৪৬২০৩ আরিফ আহমাদ (গ,ভূ,সাবি,উগ, জ্যাকা) ৮৪৬ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল।

দ্বিতীয়, ঢাকা *১ সাইফ আবদুল্লাহ হারুন (গ, ভূ, সাবি,

(২-এর পাতায় দেখুন)

রাজশাহী বোর্ড

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বুধবার প্রকাশিত রাজশাহী বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ২০টি স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা নিম্নরূপ:

১ম রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রাজ ক্যাডেট -১* মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন ৮৮৬ ইং, গ,ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা।

২য় রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রাজ ক্যাডেট-৯* মোহাম্মদ শফিউল আলম ৮৬২ ইং,গ, সাবি,

(২-এর পাতায় দেখুন)

কুমিল্লা বোর্ড

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বুধবার প্রকাশিত কুমিল্লা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রথম ২০ জনের নাম ক্রমানুসারে দেয়া হলো:

প্রথম: মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন (গ,ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল-কুম-১ ; ৩৫০ কুমিল্লা জেলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর-৮৩২।

দ্বিতীয় (২ জন): মোহাম্মদ রুবায়েত হাসান, (গ,ভূ, সাবি, উগ (জ্যাকা) রোল-কুম-১,৩৫৯ কুমিল্লা জেলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর

(২-এর পাতায় দেখুন)

যশোর বোর্ড

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বুধবার প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় যশোর বোর্ডের ফলাফল অনুযায়ী সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রথম ২০টি স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা নিম্নরূপ:

প্রথম বরিশাল ক্যাডেট *৪৩ মো: আমিনুল হক বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, বরিশাল। ৮৪৫, (ইং, গ, ভূ,সাবি, উগ, জ্যাকা)।

দ্বিতীয় যশোর ক্যান্ট-*১, সুনন্দন বিশ্বাস, দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর (৮৩৯, ইং, গ, সা, বি, উগ, টা)।

(২-এর পাতায় দেখুন)

ঢাকা বোর্ডের সেরা ছাত্রদের কয়েকজন

নিয়মিত পড়লে পরীক্ষায় ভাল করা কঠিন নয়

॥ রেজোয়ানুল হক রাজা ॥

এবারের এস,এ,সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের সেরা ছাত্র আরিফদের বাসায় গতকাল যেন হাট বসেছিল। স্বজন, শুভানুধ্যায়ীদের ভিড়ের মধ্যে বসেই ওর সাথে কথা বলে জানলাম এই ফল ওর জন্য অভাবনীয়; কারণ ও ভেবেছিল প্রথম পাঁচজনের মধ্যে থাকবে। মির্জাপুর ক্যাডেটের ছাত্র আরিফ গত মঙ্গলবার রাতে খবরটি প্রথমে শুনে তাই বিশ্বাস করতে পারেনি।

প্রকৌশলী রশীদ আহমদের বড় ছেলে এবং তৃতীয় সন্তান আরিফ আহমাদ পরে বললো, মেধার প্রয়োজন আছে, তবে পরিশ্রমই আসল কথা। সবসময় নিয়মিত পড়লে ভালো করা কঠিন নয়। ওর মতে রোজ ৭।৮ ঘন্টা মন দিয়ে পড়লেই যথেষ্ট। আরিফ টেষ্ট পরীক্ষার পর বাংলা আর অংকে প্রাইভেট পড়েছে। তবে এই ফলাফলের জন্য বাবার অনুপ্রেরণার কথা প্রথমেই চট করে বলে ফেলল। ক্যাডেট কলেজে খেলাধুলা বিশেষত: ফুটবল খেলে ও অনেক পুরস্কার জিতেছে। আরিফ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। এ বিষয়ে এদেশে ভালো পড়ার ব্যবস্থা নেই বলে সে বিদেশে পড়তে যাবে বলে জানালো।

কথায় কথায় আরিফ বললো, ক্যাডেট কলেজের মত পড়ার পরিবেশ বাইরে নেই। সবখানেই এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তাই ক্যাডেট কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনা উচিত।

ওর মতে, বেশী সুযোগ সুবিধা থাকার পরও ক্যাডেট কলেজগুলোর সামগ্রিক ফলাফল আশানুরূপ নয়। পাশে বসা আরিফের বাবা এ কথার পক্ষে যুক্তি দেখালেন যে, অনেকে ক্যাডেট কলেজকে ভাল চোখে দেখে না। সাম্প্রতিককালে তরুণদের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আরিফ বিনীতভাবে জানায়, 'আমি বাইরের কারোর সাথে তেমন মিশিনি'।

সাইফ আবদুল্লাহ হারুন

একটু চঞ্চল এবং অস্থির প্রকৃতির ছেলে গভ: ল্যাব: হাই স্কুলের ছাত্র সাইফ আবদুল্লাহ হারুন (নিপু), যে গতকালও ফুটবল খেলতে গিয়ে আঙ্গুলে ব্যথা নিয়ে ঘরে ফিরেছে সে হয়েছে ঢাকা বোর্ডের দ্বিতীয় সেরা ছাত্র। পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম-প্রধান আবদুল্লাহ হারুন এবং বিজ্ঞান গবেষণাগারের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার শামসুন্নেসা হারুনের ছোট ছেলে নিপু ইংরাজী আর বিজ্ঞানে নিয়মিত এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে অনিয়মিতভাবে প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নিয়ে সবমিলিয়ে রোজ পড়েছে ১২,১৩ ঘন্টা। নিপুর মতে এসএসসি পর্যায়ের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিটি ভালোই, তবে বিজ্ঞান আরো বেশী পড়ালে আরো ভালো হয়। ভালো রেজাল্ট করতে হলে সব বিষয়ে কিছু কিছু নোট করে মনোযোগ দিয়ে নিয়মিত পড়া উচিত বলে নিপুর অভিমত।

কুমিল্লা বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম স্থানের অধিকারী মো: জসিম উদ্দিন।

ছাত্র-রাজনীতি নিপুর অপছন্দ নয় তবে ওর মতে রাজনীতির সাথে ছাত্রদের বেশী জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। তার ভালো রেজাল্টের

(শেষ পৃ: ২-এর ক: দ্র:)

প্রথম বিভাগে পাসের হার বাড়ছে

॥ আমীর খসরু ॥

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগপ্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়ছে। তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের সংখ্যা কমছে।

এ বছর ও আগের ২ বছরের চারটি বোর্ডের ফলাফল পর্যালোচনায় এ তথ্য জানা যায়। '৮৫

(শেষ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

P.T.O

42-B

তারিখ 02 JUL 1987 ... ...
পৃষ্ঠা... ...|...|... ...

১৭ আষাঢ় ১৩৯৪

ফল প্রকাশ

(১ম পাতার পর)

বিভাগ ৩১ হাজার ৯শ ৬১ ও তৃতীয় বিভাগ ৯ হাজার ৯শ ৯৬ জন। রাজশাহী বোর্ডে মহিলাদের পাশের হার ৬১ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

রাজশাহী বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার শতকরা ৭৬ দশমিক ৭১ ভাগ ও কলা বিভাগ ৫১ দশমিক ১০ ভাগ।

কুমিল্লা বোর্ড

কুমিল্লা বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৮৫ হাজার ২শ ৫জন। উত্তীর্ণ হয় ৫৫ হাজার ৫শ ৪২ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় ৮ হাজার ৯শ ৮৯ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩৮ হাজার ৫শ ৩০ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৮ হাজার ২৩ জন। মহিলাদের পাসের হার ৬৪ দশমিক ৬৫ ভাগ।

বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৭৬ দশমিক শূন্য ৮ ভাগ ও কলা বিভাগে ৫৭ দশমিক ৩১ ভাগ।

পাসের হার বাড়ছে

(১ম পাতার পর)

সালের চেয়ে এ বছর প্রথম বিভাগ বেশী পেয়েছে ১৪৩৪৮ জন।

এ বছর প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৩৫৮৬২ জন। গত বছর ছিল ৩৫৫৪৪ '৮৫ সালে ২১ হাজার ৫শ ১৪ ও '৮৪ সালে সাড়ে ১৯ হাজার।

'৮৬ সালের চেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৮৭৯ কম থাকলেও এ বছর প্রথম বিভাগপ্রাপ্তদের সংখ্যা ৩১৮ বেশী। '৮৫ সালের তুলনায় '৮৭ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ হাজার ৯শ ৬১ বেশী। '৮৫ সালে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার ৩শ ৬ '৮৬ সালে ৩৬ হাজার ৪শ ৩১ ও ৮৭তে ৩৪ হাজার ২শ ৮৮।

ক্যাডেট কলেজ

ক্যাডেট কলেজের ফলাফল বরাবরই ভাল। এ বছরও চারটি শিক্ষা বোর্ডের মেধা তালিকার ৮০টি স্থানের মধ্যে ৬০টি পেয়েছে ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা। অবশ্য যুগ্মভাবে স্থান দখলও এরা করেছে অনেক ক্ষেত্রে। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ এ বছর ভাল ফল করেছে।

রাজশাহী বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকার ২০টি স্থানের মধ্যে ১৩টি পেয়েছে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। প্রথম থেকে ৪র্থ পর্যন্ত এই কলেজই পেয়েছে।

কয়েকটি যুগ্ম স্থানসহ ঢাকা বোর্ডে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ পেয়েছে ১২টি, যশোর বোর্ডে বরিশাল ক্যাডেট কলেজ পেয়েছে ৮টি, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ পেয়েছে ৯টি, কুমিল্লা বোর্ডে সিলেট ক্যাডেট কলেজ পেয়েছে ৪টি, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ ৬টি, ফৌজদারহাট পেয়েছে ১টি ও রাজশাহী বোর্ডে পাবনা ক্যাডেট কলেজ পেয়েছে ৫টি ও রংপুর ক্যাডেট কলেজ পেয়েছে ২টি স্থান।

মহিলা

চারটি বোর্ডেই মহিলাদের ফলাফল ছেলেদের প্রায় সমান সমান। গত বছরে পুরুষদের চেয়ে মহিলারা শতকরা ২ দশমিক ১৫ ভাগ কম পাস করলেও এ বছরে এই হার প্রায় সমান সমান। এ বছর ৪টি বোর্ডের পুরুষদের পাসের হার শতকরা ৬০ দশমিক শূন্য ১ ও মহিলাদের ৫৯ দশমিক ৯৪ ভাগ। মহিলারা ৪ বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় এবার অবশ্য তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ঢাকা, যশোর, রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডে মহিলারা মাত্র মেধা তালিকায় ১০টি স্থান পেয়েছে। আবার তাও ৫ম স্থানের পরে।

সর্বোচ্চ নম্বর

রাজশাহী বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন ৪ বোর্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। গোলাম সাকলায়েন পেয়েছে ৮৮৬ নম্বর। তিন বছরের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ নম্বর। গত বছরের সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ৮৬৭ ও ৮৫ সালে সর্বোচ্চ নম্বর ছিল [illegible]।

ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও মেধা তালিকায় নবম স্থানের অধিকারিণী শাহনাজ আফরোজ।

যশোর বোর্ডের মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী সুনন্দন বিশ্বাস।

নিয়মিত পড়লে

(১ম পাতার পর)

জন্য বাবা-মা আর শিক্ষকদের অবদানের কথা উল্লেখ করে নিপু জানাল, ওদের আর তার নিজের অভিন্ন মত হচ্ছে আগামীতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া।

সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ

জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের এবং স্কুল শিক্ষিকা সাইদা পারভীনের বড় ছেলে ইশতিয়াক পরীক্ষায় যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছে। ইশতিয়াক বরাবরই ভালো ছাত্র। টেষ্ট পরীক্ষায় ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল থেকে ৪র্থ হবার পর পড়াশোনায় আরো মনোযোগী হয় সে, ৪টি বিষয় দু'জন প্রাইভেট টিউটরের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে রোজ ১২ ঘন্টা করে রুটিন অনুযায়ী পড়েছে এবং ফলাফল তার প্রত্যাশার মধ্যেই রয়েছে বলে জানাল। সে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবে।

ইশতিয়াকের মতে ছাত্রদের রাজনীতি সচেতন থাকা উচিত। যারা অস্থিরতায় ভুগছে তারা ধর্মের সাহায্য নিয়ে স্থির হতে পারে বলে একটু ধর্মভীরু ইশতিয়াক জানিয়েছে।

শামীমুর রহমান

মির্জাপুর ক্যাডেটের ছাত্র শামীমুর রহমান টেষ্ট পরীক্ষায় ভালো করতে পারেনি, তাই চূড়ান্ত পরীক্ষায় যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়ে সে কম খুশী হয়নি।

কাষ্টমস-এর সুপারিনটেণ্ডেন্ট অলিয়ার রহমান এবং গৃহবধূ মা'র শান্তশিষ্ট বড় ছেলে শামীম রোজ ৬।৭ ঘন্টা পড়েই এই রেজাল্ট করেছে।

ওর মতে পরীক্ষায় ভালো করতে হলে প্রথমতঃ বিষয় সম্পর্কে ভালো ধারণা নিতে হবে। তারপর পড়তে হবে নিয়মিত। বড় হয়ে সে ডাক্তার হতে চায়। ক্যাডেট কলেজের লেখাপড়া নিয়ে কথা উঠলে শামীম বললো, এখানে পড়াশোনার সময় আরেকটু বাড়িয়ে দেয়া এবং আরেকটু স্বাধীনতা দেয়া উচিত। শামীমেরও মত, ক্যাডেট কলেজের মত সুযোগ সুবিধা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ক্রমশঃ চালু করা উচিত।

শাহনাজ আফরোজ

মেধা তালিকায় ৯ম স্থানে রয়েছে বলে শাহনাজ আফরোজের ঠিকানা বোর্ড থেকে দেয়া হয়নি অথচ ওর সাথে কথা বলতে যেতেই হয়েছে, কারণ মেয়েদের মধ্যে সেই হয়েছে প্রথম। চোখে মুখে চাপা ঝিলিক মেখে শাহনাজ বললো, এত ভাল করব আশা করিনি। সেও ডাক্তার হবে বলে জানিয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সহকারী পরিচালক রেজাউল করিমের বড় মেয়ে মতিঝিল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শাহনাজ রোজ ৫/৬ ঘন্টা পড়েই এই ফল পেয়েছে। ওর মতে, পরীক্ষায় ভালো করতে হলে প্রথমতঃ পড়ার আগ্রহ থাকতে হবে এবং সেই আগ্রহ কাজে লাগাতে হবে মনোযোগ দিয়ে। রাজনীতিসচেতন শাহনাজ কথায় কথায় বলল, সরকারী স্কুলের বেতন এত বাড়ানো ঠিক হয়নি। এ ছাড়া ওর অভিমত যার যেদিকে আগ্রহ তার সেদিকে পড়ার মত সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যা এখন নেই।

দৈনিক সংবাদ

43-C

তারিখ 02 JUL 1982
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

১৭ই আষাঢ় ১৩৮৯ বং

সম্মিলিত মেধা তালিকা

রাজশাহী বোর্ড

(১ম পাতার পর)

উগ, জ্যাকা। ৩য় রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রাজ ক্যাডেট-২* মো: সুজা শাহরিয়ার ৮৫৭ ই, গ, সাবি, উগ, জ্যাকা। ৪র্থ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রাজ ক্যাডেট-২৮* এ,কে,এম, কামরুল রমজান ৮৪০ গ, ভু, সাবি, উগ, কাকা। ৫ম রাজশাহী সরকারী পি, এন, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় রাজ-ম ৭২২* মাহ জুবা উম্মে সালাম ৮৩৭ ইং, গ, ভু, সাবি, উগ, বাহি, ৬ষ্ঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল রাজ-ম ৪৫০* সাবরিনা জেসমিন ৮৩৬ ইং, গ, ভু, সাবি, উগ, জ্যাকা, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রাজ ক্যাডেট-৩* মো: আহ্সান হাবিব ৮৩৬ গ, সাবি, উগ, জ্যাকা; ৭ম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সৈয়দপুর সৈয়দ ২৫০* ইমাম শাহজাদ ৮৩৫ ইং গ, সাবি, উগ, জ্যাকা। পাবনা ক্যাডেট কলেজ পাব ক্যাডেট-৫* এ, কে, এম, আফজাল হোসেন ৮৩৫ গ, ভু, সাবি, উগ, জ্যাকা। ৮ম রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রাজ ক্যাডেট-১০* আবু উলা মহা: হাসিনুল ইসলাম, ৮৩৩ গ, সাবি উগ, জ্যাকা; রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রাজ ক্যাডেট-১৩* মো: ইউসুফ আলী ৮৩৩ গ, সাবি, উগ, জ্যাকা; রংপুর জিলা স্কুল, রং-৩ মো: মনিরুল ইসলাম খন্দকার ৮৩৩ গ, সাবি, উগ, জ্যাকা।

৯ম বগুড়া জিলা স্কুল বগ-২* এস, এম, মাসুদুর রহমান ৮৩০ গ, সাবি, উগ, বাহি।

১০ম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল রাজ-৪৬৪* মো: রেজওয়ানুল ইসলাম ৮২৮ ইং, গ, সাবি, উগ, জ্যাকা; লক্ষ্মীপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় নল (গাই)-২২৬* মো: আব্দুর রকিব সিদ্দিক ৮২৮ ইং, গ, সাবি, উগ, বাহি।

১১শ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রাজ ক্যাডেট-৮* মোহা: তৌফিকুল আলম ৮২৭ গ, সাবি, উগ, জ্যাকা, দিনাজপুর জিলা স্কুল দিন-১* আবুল কাশেম মো: হাসান ৮২৭ গ, ভু, সাবি, উগ, বাহি।

১২শ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রাজ ক্যাডেট-৪৬* মো: তাহাজ্জল হোসেন ৮২৫ গ, সাবি উগ, কাকা।

১৩শ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রাজ ক্যাডেট-৪০* মো: সাদরুল আলম হাফিজ ৮২৪ ইং, গ, ভু, সাবি, উগ, কাকা; রংপুর ক্যাডেট কলেজ রং ক্যাডেট-১৮* মহ: ইয়াসীন রেজা ৮২৪ ইং, গ, সাবি, ইধ, উগ।

১৪শ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রাজ ক্যাডেট-৪২* মো: ফিরোজ কবীর ৮২৩ গ, ভু, সাবি, উগ, কাকা, বগুড়া সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় বগ-ম৩৩৯* শাহানা-নাজনীন ৮২৩ গ, সাবি, ইধ, উগ।

১৫শ রংপুর ক্যাডেট কলেজ রং ক্যাডেট-৪* জ্যোতির্ময় সরকার ৮২২ গ, ভু, সাবি, ইধ, উগ; রংপুর ক্যাডেট কলেজ রং ক্যাডেট-১৪* মো: মাসুদ আরিফ মোজাম্মেল ৮২২ গ, ভু, সাবি, ইধ, উগ।

১৬শ রাজশাহী কাডেট কলেজ রাজ ক্যাডেট-৬* শেখ মুহাম্মদ শফিউল কাদের ৮২০ গ, ভু, সাবি, উগ, জ্যাকা; রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রাজ ক্যাডেট-৩৮* মো: সাজ্জাদ হোসেন ৮২০ গ, সাবি, উগ, কাকা।

১৭শ পাবনা ক্যাডেট কলেজ পাব ক্যাডেট-৪০ মো: শাহাদাত হোসেন ৮১৮ গ, ভু, সাবি, উগ, জ্যাকা।

১৮শ রংপুর ক্যাডেট কলেজ রং ক্যাডেট-২৮* সৈয়দ মোহাম্মদ কুদরত-ই-এলাহী (ফয়সল) ৮১৭ গ, ভু, সাবি, ইধ, উগ; রাজশাহী সরকারী পি, এন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় রাজম-৭২৩* জাহান আরা বেগম ৮১৭ ইং, গ, সাবি, উগ, বাহি।

১৯শ গাইবান্ধা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাই-ম ১৪০* মোছা: নাজমুন নাহার ৮১৬ ইং, গ, ভু, সাবি, ইধ, উগ; রাজশাহী সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুল রাজ-৩৫০* এ, কে, এম মনওয়ারুল ইসলাম ৮১৬ ইং, গ, সাবি, উগ, জ্যাকা। পাবনা ক্যাডেট কলেজ পাব ক্যাডেট-৯* মো: জাহিদুল হাসান ৮১৬ গ, উগ, জ্যাকা। বগুড়া জিলা স্কুল বগ-১* আ, ন, ম, এহছানুল করিম ৮১৬ গ, সাবি, উগ, বাহি; কেজি এবং উচ্চ বিদ্যালয় জয়পুরহাট চিনিকল জয়-২২০* জিয়া শওকত ৮১৬ গ, ভু, সাবি, ইধ, উগ।

২০তম রংপুর ক্যাডেট কলেজ রং ক্যাডেট-৮* খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ৮১৫ গ, সাবি, ইধ, উগ।

সম্মিলিত মেধা তালিকা

কুমিল্লা বোর্ড

(১ম পাতার পর)

৮২৭। কাজী মোহাম্মদ খালেদ (গ, ভু, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল-সিকক, ২৩ সিলেট ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৭।

তৃতীয়: মো: কামরুজ্জামান (গ, ভু, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল-সিকক; ১১ সিলেট ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর—৮২৫।

চতুর্থ (২ জন): শেখ মোহাম্মদ মাহবুব রহমান (গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল-কুম-১; ৩৪৩ কুমিল্লা জিলা স্কুল প্রাপ্ত নম্বর-৮০৫। সত্যজিৎ দত্ত (গ, সাবি, উগ, বাহি) রোল-চিট-১; ১৭৬৯ সেন্ট প্ল্যাসিডস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম প্রাপ্ত নম্বর-৮০৫।

সপ্তদশ (৩ জন): মোহাম্মদ রিজওয়ানুর রহমান (গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল-কুম-৩; ১৫ কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর-৮০৪। মো: মুজীবুর রহমান